বোয়াল মাছেরঝাঁপান

বাণী দত্ত

ছোট বেলায় বাড়ির পাশের পুকুরে মাছ ধরতাম। বিরাটপুকুর, ছোট ছিপে পুঁটি, ট্যাংরা, বেলে, কই, ল্যাটা, ছোট পোনা, ছোটমাগুর, --এই সব মাছ উঠতো। ঘাটজাল বা কুঁড়ো জাল বা ছাঁকা দিয়েউঠতো চিংড়ি, খলসে, মৌরলা, ছুঁই, পাঁকাল ও বিবিধ চুনোমাছ। ওতেইকুলিয়ে যেতো। মাছ সুখ ওতেই মিটতো। রোজ বড়ো বড়ো মাছের পিছনেছুটতো কম লোকই। ছোটার প্রয়োজন ছিলোনা, ক্ষমতাও ছিলো না।যা পেতো মানুষ তাতেই তৃপ্ত ছিলো। দামি চালানি মাছের জন্য লোলুপতা ছিলোনা। একবার বন্যার জল হঠাৎ পুকুরে ঢুকলো। তার কিছুদিন পরই দেখা গেলছিপে মাছ কম উঠছে। পুকুরে বড়ো বড়ো ঘাই মারছে কেউ, ছিপে মাছ ওঠাপ্রায় শূন্যে নেমে এলো। বিদগ্ধ মহল বললেন, বোয়াল ঢুকেছে। কিন্তু এ অঞ্চলে তো বোয়াল মাছ থাকে না! ভিনদেশি বোয়াল নিশ্চয়ই অন্য কোথাও তাড়া খেয়েএ পুকুরে বেনোজলের মতো ঢুকে পড়েছে। এই বোয়াল মাছগুলোই না কিসব ছোট মাছগুলো খেয়ে ফেলেছে। দু-তি নটে ছিলো রাঘব বোয়াল। বাকিরা সববড় বোয়াল, মেজো বোয়াল, ছোট বোয়াল। মাছ কমে যেতে অল্প কিছু মানুষসাধ্যমতো বাজার থেকে মাছ কিনে খেতে শু করল। তবু সবাই অপেক্ষাকরতে লাগল কবে বোয়াল মাছগুলো স্ব াভাবিক মৃত্যু হবে। অন্য মাছ কমে যেতেবড় বড় বোয়াল গুলো কচিদের খেতে লাগল। মাৎস্যান্যায় শু হলেও বোয়াল বংশধবংস হয় না। কেউ স্নান করতে গেলে তার গায়ে ঠোকরাতো। একদিন তোস্নানের সময় একটা বাচচার আঙ্গুলট াই যখম করে দিল। সাধারণ মানুষের ধৈর্য্যচ্যুতি সহজে হয় না। এবার হল। একদিন অনেক অনেক লোক জড় হলো, স াধারনলোক, যারা বঞ্চিত হয়েছিল। বিরাট টানা জাল ফেলে সকাল থেকে সন্ধে অবধি সববোয়াল মাছগুলো ধরা হল। মানুষের রাগ এত বেশী ছিল যে বোয়ালগুলোকেখুচিঁয়ে মারা হল। তারপর মাঠে গর্ত করে পুঁতে দেওয়া হল। কয়েকদিনপর আবার মাছ ছাড়া হল। বৃষ্টির জলে মাছগুলো তরতরিয়ে বেড়েউঠল। আমরা আবার ছিপ ফেলতে শু করলাম।

আমাদের সমাজেও বোয়ালমাছেদের নাচানাচি তীব্র ভাবে শু হয়েছে। একেবারে উদ্দাম নৃত্য। উদোমনাচনও বলা য ায়। ছোট, মেজো, বড়ো বোয়াল তো আছে, রাঘব বোয়ালওযথেষ্ট। এই বোয়ালদের গেলার যন্ত্র হচ্ছে বিভিন্ন ট্যাক্স, সুদ হ্রাস ওমূল্যবৃদ্ধি। এছাড়াও আছে রাষ্ট্রীয় পীড়ন ও শোষন। রাষ্ট্রযন্ত্র সৃষ্টির সামাজিক প্রয়োজন ছিল তস্কর শাসন। সে যন্ত্র এখন আপামরজনগণের যন্ত্রণা স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার ফিকির খোঁজে কিকরে ইনকাম বাড়ানো যায়। ব্যক্তিগত ইন্‌কাম ট্যাক্স তো বাড়ছেই, তারউপর ট্যাক্স রিলিফ কমিয়ে দিয়েছে। স্বল্প সঞ্চয়ে কুড়ি পারসেন্টজায়গ ায় পনেরো পারসেন্ট ছাড়। এদিকে ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিটের সুদপাঁচ হাজার ছাড়ালেই ট্যাক্স কাটা হবে। মানুষ ট্য াক্স বাঁচাবার জন্য বিভিন্নসংস্থার বন্ড বা ঐ ধরনের লগ্নি পত্র কেনে। তিন বছর বাদে তার সুদেরউপর ট্যাক্স। এদিকে প্রভিডেন্ট ফান্ড, পোষ্ট অফিসের সুদের হারএককোপে স্বল্পকাটা। রিটায়ার্ড বুড়োর গুলো কোনো আক্কেল নেই।দরিদ্র কেন্দ্রীয় সরকারের সুদের উপর খায়! ব্যবসা করলেও তো পারে! নাহলে শেয়ার বাজার তো খোলাই আছে! একজন মিউচুয়াল ফান্ড কিনেছিল স্টেট ব্যাঙ্কের। দশ হাজার টাকার মিউচুয়াল ফান্ড দশ বছরেকৃশকায় ডিম পেড়ে শেষ মেষ তিন হাজার টাকা প্রসব করল। অর্থাৎদশহাজার টাকা প্রতিবছরে তিনশ টাকা দিয়েছে। ভ্যাট সৃষ্টির ফলেনাকি বিভিন্ন জিনিষের দাম কমবে। তার বদলে ভ্যাট চালু হওয়ার আগেই ওষুধপত্র থেকে শু করে সব জিনিষের দাম বাড়ছে। জিজ্ঞ াসা করলেই তাৎক্ষণিকউত্তর, -- ভ্যাট, এ সব আবার হয় না কী? খবর নিয়ে দেখবো তো! কার্গিলযুদ্ধের জন্য কা র্গিল সারচারজ্ বসেছিলো ইন্‌কাম ট্যাক্সের উপর। সেটাউঠে অন্য থাবা বসলো। তেলের উপর সেস চাপালো কেন্দ্র। বাস ট্যাক্সির খরচবাড়লো। জিনিষপত্রের দাম বাড়লো। সবই চুপচাপ হয়ে যাচেছ। আমরা দোকানদারদের গাল দিচ্ছি,

দোকানদাররা কেন্দ্র দেখাচ্ছে।

পোষ্ট অফিস নিয়ে কত কাব্যই হয়েছে বাংলা সাহিত্যে। এখনপোষ্ট অফিস একটা আতঙ্কের ডিপো। খাম লাফিয়ে পঁাচটাকা।রেজিষ্ট্রি উইথ্ এডি পোল ভল্ট দিয়ে পঁচিশ টাকা। চিঠিকবে যাবে ঠিক নেই। স্পিডপোষ্ট মন্থর। মানি অর্ডার, বুকপোষ্ট, ভিপির মাল হাপিস। পিয়ন ডাক হরকরাদের বিশ্বাস যোগ্যতানিম্নগামী! ভারতীয় ডাক পরিষেবা এখন বহুমূল্য বোঝাতে পরিণত।

ট্রেন ভাড়া নিয়মিতবর্ধমান। নিয়ম করে রেল দুর্ঘটনা ঘটে। মৃতের সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান। মূল্যহীনভারতীয় জীবন। ত ারপরেও সুরক্ষার নামে বেশি টাকা আদায় করতেরেল বিভাগ তৎপর। ঘৃণা লজ্জা ভয়, তিন থাকতে নয়। এসব থ াকলে রেল ডিপার্টমেন্টচুরি করতে পারে না। সাধারণ মানুষকে যত হেনস্থা করা যায়, তারথেকেও বেশি এরা করে। র াতের ট্রেনে টি-টি-ই রা সব শের। বিশেষ করেপশ্চিমবঙ্গে। বিহার উত্তর প্রদেশে সাধারণ যাত্রিরা রিজার্ভড্ কম্প ার্টমেন্টেওঠে। কালো কোর্টের দল নিপাত্তা। অভিযোগ করলে নির্বাক। জল নেই, পাখানেই, জানালা ভাঙা। অভিযোগ করা নিরর্থক। শুধু রাতের বেলাররোজকারটুকু করে এ.সি.কম্পার্টমেন্টে বিশ্রামে যায়। আর মিছিলের লোকজনগেলে তো কথাই নেই। তখন ভূভারতের কোন ট্রেনেই চেকারবাবুদের দেখাযাবে না। সাদা পোশাকের যাত্রি সেজে বসে থ াকে। জার্ণিটাতো কভার করতেহবে। সেইটা তো করতে হবে! তবে লোকাল ট্রেনে সব্জিওয়ালাদের কাছে তোলাআদ ায় করতে অবশ্য ভূল হয় না। যে যেমন দাঁও মারতে পারে!

টেলিফোন পরিষেবাওচমৎকার। নিয়ম করে বিভিন্ন কায়দায় চার্জ বাড়ানো হচ্ছে। অথচমুহূর্মুহু; টেলিফোন খারাপ। ফ্রি কলের সংখ্যা জি পি সিরিজে কমছে।প্রচারের ঢক্কা নিনাদে অবশ্য কোন খামতি নেই। সরকারি মোবাইলপরিষেবা খোঁ াড়াচ্ছে। অথচ বি এস এন এলের ইন্ফ্রাষ্ট্রাকচার নাকিসবচেয়ে বেশি লতানো। আরে লাগে টাকা, দেবে পাব্লিক। মন্ত্রী মনসবদারদেরতো টেলিফোন খরচ নেই। ব্যয় কমানোর উচচনাদ তো কথার কথা।বিচারপতিদের টেলিফোন খরচ বেশি হলেও ছি, ছি, ছি। ওকথা উচচারণ ওকরতে নেই। আইনমন্ত্রী ওগুলো ম্যানেজ করে দেবেন, বিচারবিভাগকেএল-টি-এ, টেলিফোন বিল এসব নিয়ে বিব্রত করতে নেই! পরিষেবা কর নামেআর এক নতুন খেল শু হয়েছে। চুলকাটতে ট্যাক্স, পার্লারে ট্যাক্স, সাইবারেট্যাক্স এবং আরো কতো কী ট্যাক্স। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে ট্যাক্স আদায় হয়।পরিষেবা যিনি প্রদান করছেন তাঁকে খবরের কাগজের মাধ্যমে মিষ্টিকরে হুমকি দেওয়া হয়। এবং আশ্বাস দেওয়া হয় যে এ করতো তিনি দেবেন না,দেবে খদ্দের। এবং একবার আরম্ভ করতে পারলেই এবার মুর্হূমুহূ শুধু কাগজে একটাচোথা নোটিশ দিয়েই আদায় বাড়ানো যাবে। উদাহরণ স্বরূপ ভাবুন বেড়াতেগিয়ে ছবি তুলেছেন। বাড়ি ফিরে ফটোর দোকানে ছিলেন ডেভেলপিং এবংপ্রিন্টি ং করার জন্য। প্রথমতঃ যে ফিল্মটি কিনেছিলেন তারসেলস্ট্যাক্স দেওয়া হয়েছে। এবার ফটো প্রিন্ট করার সময় দেবেনপরিষেবা ট্যাক্স। দোকানদারও দিচ্ছেন ট্রেড লাইসেন্স টাকা, কেনার সময় ট্যাক্স, নিজস্ব রে াজগারের জন্যইন্কাম ট্যাক্স, দোকানের জন্য বাণিজ্যিক হারে বিদ্যুতের দাম, দোকানের ভাড়া,পৌর কর, জলকর ইত্য াদি, প্রভৃতি। কারা চাইছে? তারা বিনিময়েকী দিচ্ছে? একটু শান্তি দিতে পারছে কি?

এরপরেও আসছে ক্যাস। অর্থাৎআর এক প্রস্থ পকেট হালকা করার কৌশল। চাল নেই, তলোয়ারনেই, নিধিরাম সর্দ ার। কিছুই তৈরি নেই, ফতোয়া জারি হোল ক্যাস হবে, পেচ্যানেল কিনতে হবে। লম্বা চওড়া বিবৃতি এলো বাহাত্তর ট াকায় ফ্রি চ্যানেল। আবার বদলে গেল মতটা। নাঃ বাহাত্তর টাকাটা ঠিক নয়। বড্ড কম।জনগণ এতো কমে ফ্রি চ্যানেল দেখলে জনগণের প্রেস্টিজ হানি। কেন? ফ্রিচ্যানেল বলে কী তারা মানুষ নয়? এই অস্থির চিত্ততার জন্য মানুষওঅস্থির। আবার সুপারিশ হয়েছে ক্যাস পিছিয়ে দেওয়া হোক। সরকারদীর্ঘজীবী হোক, গায়ে গতরে বাড়ুক। যতই হোক, আম াদের দন্ডমুন্ডের কর্ত াবলে কথা! খেলো ভাই খেলো, ক্যাস - ক্যাস খেলো। গ্যাস ও কেরোসিনচিন্তা আরও চমৎকার। সরকার ভর্তুকি দেয়, তাই নাকি গ্যাসের দামকম ছিলো। এখন আর ভর্তুকি দিতে পারছে না। তাই বাড়ছে, বাড়বে।

কেউ এসব হিসাব বুঝি না। সরকার যা সুভাষিতম্ খবরের কাগজ ছাড়ে, তাই পাবলিকখায়। কপালের বলিরেখাগুলে া আরও প্রখর হয়। কয়লা নেই, কাঠেরউনুন নেই, গুলের আঁচ ব্যাকডেটেড অতএব সরকার যা 'গ্যাস'দেবে তাই শিরোধার্য। শিগগির সিলিন্ডার প্রতি পাঁচ শো টাকা হবে।

গরিবের কেরোসিন।মায়াকান্নার এই তেল জ্বালানি তো বটেই। জ্বলুনিও বটে। যতই ইলেট্রিক কারেন্ট থাকুক! ঘরে ঘরে এখনও হ্যারিকেনও লম্ফ। সাধু, সাধু, হে প্রভূ!
রাজ্যও হঠাৎ আবিষ্কার করেফেলেছে টাকা নেই। অতএব আপাদমস্তক সব শেয়ালের এক রা। টাকা নেই,টাকা নেই; টাকা চাই, টাকা চাই; খরচ কমাও, খরচ কমাও !ফুলের তোড়াও দেওয়া চলবে না। লালুপ্রসাদের ভাষায় বলা যায় -- তনখানেহিতো ক্যা হুয়া? পাবলিক দেগা'! চারিদিকে সাজো সাজো রব। পাবলিককে বার করতে হবে। শালে লোগে াকো পকেটসে খিঁচো। দায় শুধু একটি নোটিশ। আইন সঙ্গত হতে হবেতো!

জমি বাড়ির রেজিস্ট্রেশনখরচা আগেই বাড়ানো হয়েছে। বহু মানুষের অন্তিম চাহিদা একটা মাথাগোঁজার ঠাঁই। যথেষ্ট সেন্টিমেন্ট এর সঙ্গে জড়িত। তাই এমন খনি কোথাওখুঁজে পাবে না কো তুমি। আগে ছিলো মানুষ যে দাম ডিক্লেয়ার করতো,মোটামুটি তাই মেনে নিয়ে স্ট্যাম্প ডিউটি স্থির হতো। সরকারদেখলো পেট ভরছে না। অতএব স্থির হলো জমি-বাড়ির বাজার দরেরভিত্তিতে স্ট্যাম্প ডিউটি স্থির হবে। কে ঠিক করবে বাজার দর? সাব রেজিস্ট্রার! তিনি তে াসর্বশক্তিমান। কোন দামই মানেন না। আরেগরমেন্টের কোটা তো পূরণ করতে হবে। তিরিশ বছরের পুরনো বাড়িত াতে কী হয়েছে? অন্ততঃ ষোল লাখ টাকা দাম। ন'লাখ টাকায়কিনেছি বললেই হোল?

অতএব দরকষাকষি।ষোলটা বারোয় নামলো। গভর্নমেন্ট লাভবান হোল। অন্যরাও। সাবরেজিস্ট্রারদের মাসিক ইন্ক াম?পাপ কলমে নাই বা লিখলাম। যে কোন ব্যক্তি যে কোন দিন, যে কোন কোর্টে জমিবা বাড়ি রেজিস্ট্রি করতে গেলেই জানতে পারবেন।

আগেছিলো একরকম প্রাপ্তি যোগ ।স্ট্যাম্প ডিউটির উপর টু পার্সেন্ট ছিলো রেজিস্ট্রারবাবুর জন্য। ওটা ওঁরা পেয়ে থাকেন, ওটা দিতে হয।, এখন সেটা তো আছেইবরং একটু বেড়েছে। তার উপর আছে পূর্বোক্ত দরদাম। তাতেই মধু বেশি।দরকার হলে বাড়িতে এসে রেজিস্ট্রি হয়ে যাবে। যাই হোক, গভর্ণমেন্টরেভেন্যু তো বাড়ছে। সম্প্রতি স্ট্যাম্প ডিউটির খরচা দু খেপে বাড়লো।বাড়ালেই হোল। একটা কলমের খোঁচা বইতো নয়। রেজিস্ট্রি অফিসহোল একটি সে ানার ডিম পাড়া হাঁস। টাইপিস্ট, দলিল লেখক, টাউট,আমিন, মুহুরি, মুচছুদ্দি, ক্যানটিন, হুইলার টি, গাছের তলা, পির বাবা,সত্যনারায়ণ, শনিমন্দির, উড়ে বামুন - সব মিলিয়ে হৈ হৈ ব্যাপার। সম্ভাব্য ত্রেতার কাছ থেকে সকলেরইকিছু কিছু রোজগার হয়। হত্য, হেলুকাস, কী বিসিত্র হেই দ্যাশ্! শুধু ত্রেতাইচুরির দায়ে ধরা পড়েছে, বাকি সব সাধু! দালাল ছাড়া জমি নেই। নিজে কেনারউপায় নেই, দালাল চোখ রাঙিয়ে ভেস্তে দেবে। তাকেও তো করে খেতেহবে। তবে শুধু দালাল ধরলেই তো হবে না! ক্লাবকে টাকা দিতে হবে পাড়ায়থাকার জন্য। পার্টিকে টাকা দিতে হবে নিজস্ব নিরাপত্তার জন্য। অফিসিয়াল খরচেরপাঁচগুণ বেশি না ছাড়লে প্ল্যান স্যাংশনড্ হবে না। আট-দশ গুণ বেশিখরচ না করলে মিউটেশন হবে না। দশগুণ বেশি খরচা না করলে পরচা বেরকরা যাবে না। পাড়ার সাপ্লায়ারের কাছ থেকে বালি-ইঁট-পাথর না কিনলেরাতারাতি কাঁচা বাড়ি ভেঙে পড়বে। ভেঙে পড়বে।পার্টির নিজস্ব কো-অর্ডিনেটেরের (দালাল কথাটা এক্ষেত্রেপ্রেস্টিজ হানিকর!) মাধ্যমে সিমেন্ট, কাঠ, ট্যাঙ্ক না নিলেকাজ বন্ধ হতে পারে। শুধু তাই নয় পাড়ার ইলেকট্রিক দোকানে করতেদিয়ে ইলেক্ট্রিফিকেশন্ করাতে হবে। জিনিষপত্র তারাই দেবে। এক্কেব ারে এক্লাশ মাল। নিজেরা কিনলে ঠকবেন। আর প্লাম্বার পাড়ায় থাকলে তাকেতো নিতেই হবে। সময়ে অসময়ে পাওয়া যাবে। প্লাম্বিং মেটেরিয়াল কিনতেহবে তারই নির্দেশমত ভালো দোকানে। মাল কেনার সময় সে সকালে একবার গিয়েভালো জিনিষ দেখে নেবে। সন্ধ্যায় আর একবার যাবে। মোজাইক,প্লাস্টার অফ্ প্যারিস, মার্বলবা রঙের মিস্ত্রি কে

া-অর্ডিনেটরদা ঠিক করে দেবেন। সঠিক লোক, সঠিক মাল, ততোধিক সঠিকদাম। ইলেক্ট্রিক মিস্ত্রিই হাজার তিনেকের বিনিময়ে সাপ্লাই অফিস থেকে সত্বর কানেক্শনের ব্যবস্থা করে দেবে। মাত্র সাতগুণ খরচ করলেসাতদিনে জলের ক ানেকশন। ফড়ে, থুড়ি,কোঅর্ডিনেটরদার নেহাৎই পরিচিত বলে এঞ্জিনিয়ার বাবু অল্প পারিশ্রমিকেকম্ প্লিশন্ সা র্টিফিকেটে সই করে দিয়েছেন। মালিক গেলে কি আরঅতো সহজে হোত? গৃহপ্রবেশ? পাড়াতেই ক্যাটারার আছে। ত ারাইকলাগাছ ঘট তোরণ-প্যান্ডাল, খাবার দাবার সব ব্যবস্থা করে দেবে। গরিবেরছেলে করে কম্মে খাচ্ছে, খরচ তো একটু বেশিই। চারপাশে পরিষেবারঢল নেমেছে। রাজ্য মালিকদের হঠাৎ খেয়াল হলো প্রাইভেট স্কুলগুলো সবমধু মেরে দিলো। আমরা শুধু আঙুল চুষছি। অতএব সর্বস্তরে টিউশন ফিবাড়াও, ডেভেলপ্মেন্ট ফি বাড়াও পরীক্ষার ফি ব াড়াও। ডাক্তারি পড়ছেবারো টাকায়। করে দাও আটশো পঞ্চাশ। এঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে প্রায়খরচ ছাড়াই, ফি বাড়াও। হোস্টেলেথাকছে নামমাত্র খরচে, খাটভাড়া নাও পাঁচশো টাকা। মাঙ্নায় ডাক্তারিএঞ্জিনিয়ারিং পড়া যায় নাকি? ফ্য ালো কড়ি, মাখো তেল। আমি কি তোমারপর? একটু নামকরা স্কুল হলেই সেখানে ভিড়। ডিম্যান্ড বেশি, সাপ্লাই কম।কেইন্স বেঁচে থাকলে আরও কতো থিওরি বের করে ফেলতেন। অতএব পকেটঝাড়ো। পৃথিবীটা কার বশ? পৃথিবী টাকার বশ। এখানেও কো-অর্ডিনেটরসাপ্লাই পাওয়া যায়। আবার কো-অর্ডিনেটররা সাপ্লাই দেয় স্কুলকলেজ অ্যাডমিশন্। মূল্যমান - পরিষেবা অনুযায়ী। কয়েক হাজার থেকে কয়েকলাখ যা খুশি হতে পারে। বিভিন্ন স্কুল কলেজে সুষ্ঠু নেটওয়ার্ক। সবাই রসেবশে থাকে। হলেই তো হোল না। বই-খাতা-কলম-পেনসিল-ইরেজার-রঙের বাক্স-স্কুলব্য াগ-টিফিন বক্স-জলের বোতল মায় ইউনিফর্ম পর্যন্ত অনুমোদিত দোকানথেকে বা স্কুল থেকে নিতে হবে। স্কুলেরঅনুমো দিত গাড়ির কথা ছেড়েইদিলাম; রিক্সা ভ্যান, পুলকার ইত্যাদি আর কতো রকমেরবিলিবন্দোবস্তো আছে। তারপর সরস্বতী পূজো, বড়দিন, টিচার্স ডে,পিক্নিক, ফেস্ট, স্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবস, অ্যানুয়াল ফাংশন,নবীন বরণ, পুওরদের জন্য চ্যারিটি, এডুকেশন্যাল ট্যুর, স্পোর্টস,এ.সি. সি,এন-সি-সি, স্কাউট, ব্রতচারী ইত্যাদি প্রভৃতি তো আছেই। বিনাপয়সায় তো বিদ্যার আরাধনা হয় না। এ কী কালিদাসের আমল? দেবীর কাছেইনিয়ে বিনিয়ে অনেক কিছু বলে আত্মহত্যার ভয় দেখানো, আর অমনি বাগ্দেবী তারকণ্ঠে অধিষ্ঠাত্রী হলেন! এখন হচ্ছে সব পরিষেবা! সার্ভিস!

রাজ্যের অভিভাবকরা হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গে দেখলেনস্বাস্থ্য পরিষেবা একেবারে নন-প্রফিট ব্যবস্থায় পর্যবসিতহয়েছে। অতএব গর্জন উঠলো, - টাহা চাই, টাহা চাই। ব্যয় না করলেব্যারাম সারবে কী ভাবে? আউটডোরে টিকিট দু'টাকা। লেবরেটরিরযা কিছু পরীক্ষা, পয়সার বিনিময়ে। এক্সরে, ই-সি-জি, ই-ই-জি,আলট্রাসোনোগ্রাফি, সি-টি-স্ক্যান, এম.অ ার.আই, অ্যাঞ্জিওগ্রাফি, কার্ডিয়াক,ক্যাথিটারাইজেশন, পেস মেকার, অপারেশন,- সব কিছুর বিনিময়মূল্য স্থির হলো বা বাড়ানো হোল। পেয়িং বেড,কেবিনের চার্জ বাড়ানো হল। সব চেয়ে চতুর খেলাটি হোল আয়া বা স্পেশালঅ্য াটেণ্ডেন্ট ব্যাপারটা নিয়ে। প্রথমে বলা হল স্পেশাল অ্যাটেনডেন্ট বলেকিছু থাকবে না। বাড়ির লোকইরোগির কাছে থ াকবে। অনভ্যস্ত এবং অপেশদার বাড়ির লোকের দমঅচিরেই ফুরিয়ে গেল। নিজের রোগিছেড়ে দিয়ে অন্যরোগির দিকে অহেতুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বাড়িরলোকজন ওয়ার্ডে ঘোঁট পাকাতে আরম্ভ করলো। অসুস্থ স্ত্রীর পাশে স্বামীসারার াত থাকায় অন্যান্য মহিলা রোগিদের অস্বস্তি বাড়লো। এদিকেবিরোধী রাজনৈতিক তালেবররা মাসি বা দাদাদের নিয়ে ব্যস্ত হয়েপড়লো। তারা এই গরিব মানুষদের সঙ্গেই আছে। অতএব উপরতলায় সুবিধাকরতে না পেরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঝঞ্ঝাট শু করলো। গোদেরউপর বিষফোঁড়া শু হোল বিলো পভার্টি লাইনের সার্টিফিকেট নিয়ে।অসুস্থ রোগি হাসপাতালে এসেছে সার্টিফিকেট কোথায় পাবে? ভর্তিকরতে দেরি হলেই ভাঙচুর। আবার সা র্টিফিকেট না দিয়ে চলে যেতে চহিলে আরএকবার অশান্তি। তখন বলা হোল মাসিরা থাকবে; তবে মাসি বা আয়া হিসেবে নয়, বাড়ির লোক হিসেবে। হাসপাতালের কোন দায় থাকবে না। একই অঙ্গেকত রূপ। এই এক ঢিলে অনেকগুলো পাখি মরলো। স্পেশাল অ্যাটেনডেন্টরাটিট হোল। তারা স্থায়ি চাকরির দাবি নিয়ে গোলযোগ করতে প ারবেনা। সরকারি চাকুরেরা টিট হোল। কারণ তারা সরকারী হাসপাতালেভর্তি হলে অ্যাটেনডেন্ট চার্জটা পেতে প ারতো; এখন অ্যাটেনডেন্টসিস্টেমটাই উঠিয়ে দেওয়া হোল। রোগির বাড়ির লোক টিট হোল,কারণ আয়াদের চার্জ, কাজ করা না করা সবই তাদের মর্জিমাফিক বলারকেউ নেই, কারণ সবাই ইউনিয়নে টিকিবদ্ধ। সব হাসপাতালেই এর

া আছে,এবং নাই বা বেশী বেশীই আছে। রোগির খাবারের ব্যবস্থাটা বেসরকারি।এবং তাতেও চার্জ আরোপিত হয়েছে।এখন সতের টাকা, সরকারও অনুরূপ দেয় ।তবে বাড়ালো বলে। নো ভর্তুকি! ঠিক কথা, সরকার তো আর দ াতব্যপ্রতিষ্ঠান খুলে বসেনি। কোন এক সময়ে ভুলে বলে ফেলেছিলো সব কিছুইরাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করবে। এখন সম্যক উপলব্ধি হয়েছে। কিন্তু এই বর্ধিতমূল্যের পরিষেবার মান কেন এতো নিম্ন পর্যায়ের। এক্সরে প্লেটগুলোএতো দীনদরিদ্র কেন? কেন প্রতিটি রিপোর্টিং কাগজে একটা ঝক্‌ঝকে্বাতাবরণ থাকবে না। এখনও হাতে লেখা রিপোর্টিং হবে কেন? টাকাই যখন নেওয়া হচ্ছে, তখন প্রাইভেটসংস্থার থেকে কম নেওয়া হচ্ছে এই গর্বে গর্বিত না হয়ে বরংরিপোর্টগুলোর বহিরঙ্গের দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিৎ।দৃষ্টান্ত হিসাবে হাতের কাছেই তো ভেলোর রয়েছে। অনুকরণনিষ্প্রয়োজন, অনুসরণে দোষ কী? কিন্তু তা তো হবে না। সিস্টেমটাই যেবহুদোষে দুষ্ট।

টাকার জন্য পাগলা কুকুরের মতো হয়ে যাওয়া রাজ্যসরকারের আর একটি স্বর্ণখনি হোল জ্বালানি তেল। পেট্রোল ও ডিজেল।প্রথমে একটাকা সেস চাপলো গণসেবা করার জন্য। তারপর কেন্দ্রেরদু'টাকা সেস চাপলো। তারপর সেলস্ ট্যাক্স বাড়িয়ে আবার বাড়লোদু'টাকা। অর্থাৎ তোমার গাড়ি। তুমি বড়লোক। তোমাকে লুটেপুটেখাই।
গাড়ি যাদের থাকে তারা সবাই বিরাট বড়লোক নয় ।সুষ্ঠ, ভদ্র যান ব্যবস্থা থাকলে অনেকেই গাড়ি কিনতেন না। পাতাল রেলেযাতায়াত করলে যাঁদের চলে যায়, তাঁদের অনেকের গাড়ি কেনারক্ষমতা থাকলেও কেনেন নি। কারণ পাতাল রেলে যে দূরত্ব আধঘন্টায় যাওয়াযায়, নিজের গাড়িতে অতোটা যেতে আড়াই ঘন্টা লাগে! (মফঃস্বলে অতোভিড় নেই, সময় কম লাগবে)! তাই গাড়ি কিনতে অনেকে বাধ্য হ'ন।বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে লোন দেওয়ার হাতছানি বাড়ছে। অতএব গাড়ি বাড়ছে।এদিকে রাস্তা কম! এরপর লোন শোধ, তেলের দাম, রক্ষণাবেক্ষণ,ড্রাইভার থাকলে তার খরচ, গাড়ি বিমা ইত্যাদি মিটিয়ে অনেকের নাভিশ্বাসওঠে। তার উপর রোড ট্যাক্স বাড়লো এক খোঁচায় একেবারে একহাজ ারটাকা। আর পাঁচবছর মেয়াদি গাড়ির ট্যাক্স ১৬২০ টাকা থেকে পোলভল্টমেরে ৬১২০ টাকা। ট্যাক্সিওয়ালা, অটো ওয়ালা, বাস লরি ওয়ালাদের ইউনিয়নআছে। প্রাইভেট কারওয়ালাদের তো কোন ইনক্লাবি বা বন্দেমাতরমঢঙের ইউনিয়ন নাই। অতএব এমন খনি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি! এখনকেন বাড়লো রোড ট্যাক্স? না, বেটার পরিষেবা দেওয়ার জন্য,রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য। কেমন রক্ষণাবেক্ষণ রাজ্যেররাস্তাঘাট দেখলেই মালুম হয়। চাঁদ থেকে ছবি তুললে দেখা যাবে লক্ষলক্ষ ঘা খচিত রাস্তা। হাঁ করে আছে। পশ্চিমবঙ্গে নাকি টায়ার টিউবশিল্পের রমরমা ব্যবসা। একজন পুলিশ অফিসারই রাস্তার খন্দে পড়েমারা গেলেন। বুঝিনা রাজনীতি করতে হলে এতো মিথ্যাচার করতে হয়। আরওআছে। পার্কিং ফি। ফি আদায়ের কোন মা বাবা নেই। বড়বাজারে কুড়ি মিনিটেকুড়ি টাকা। কেন ফি? রোড ট্যাক্সের খিদে মেটে না। সমবায়ের নাম করেক্যাডার পোষণ, পুলিশ তোষাণ, জন শোষণ। কলকাতার রাস্ত ায় আরএক উৎপাত পুলিশি নৈরাজ্য। কোনদিক থেকে কখন সাধারণ মানুষকে ফাঁসিয়ে দেবে কেউ বলতে পারেনা। যত্রতত্রনো এন্ট্রিবোর্ড। আটটা থেকে দুটো, দুটো থেকে ন'টারফচ্‌কেমি। নো এন্ট্রি, নো রাইট টার্ন নো লেফট্ থরে াফেয়ার, নো ইউ টার্নএমন অদৃশ্য ভাবে থাকে কোন কোন জায়গায়। যাতে অনভ্যস্তপথে গাড়িরমালিকদের যখন তখন দোহন করা যায়।হঠাৎ করে ফাইনের হুমকি দিয়ে চিঠি চলে আসে। - অপরাধী জানিল না কিবাতার অপরাধ, বিচার হইয়া গেল! ট্যাক্সি, লরি, ম্যাটাডোর ওয়ালাদের সঙ্গেমাসকাবারি ব্যবস্থা তো আছেই। অটো ওয়ালাদের সাথে আব ার দিনকাবারিব্যবস্থা! তাছাড়া সময়ে অসময়ে অকারণ জুলুমের কোন শেষ নেই।"কী রে, ট্রাফিক আইন ভেঙেছিস, দুশো টাকা দে। নেই? তাহলেএকশোই দে। নেই? আচ্ছা পঞ্চাশ দে । তা ও নেই? তবে দশই দে। সেকী তাও নেই ?একটাকাও নেই। তাহলে বিড়ি দে। " পুরানা কহাবত্। এর উপর ওআবার যে কোন টাকা জমা দিতে গেলেও অন্তত পঞ্চাশ টাকা তাঁরা এক্সট্রা পেয়ে থাকেন। আরে তাদের ওতো পূজো পাববন আছে। সরকার আর কতো দেয়? রোড ট্যাক্স জমা দিতেযান, দেড় থেকে দুঘন্টাতেও হবে না। কাউন্টার থেকে কাউন্টার পিংপংখেলে ক্লান্ত হবেন। সা র্ভিস ম্যাননারাণ কী চরণ কে ধন, দশ মিনিটেই সব কম্‌প্লিট। ২১৫০ টাকা ট্যাক্স, ৫০টাকা তাঁর। ওর মধ্যে নারাণ বা চরণের দশটাকা আছে। মনোমুগ্ধকরপরিষেবা! সেলস্ ট্যাক্স, ইনকাম ট্যাক্স, রোড ট্যাক্স, রেন্ট কন্ট্রোল সর্বত্রইএকই ব্যবস্থা। থানায় ডায়েরি করতে গেলেও মিষ্টি খাওয়ানোর আহ্বান হাতছানি দেয়। সৃষ্টিরআদি যুগে ব্রহ্মান্ড তথা

পৃথিবী ছিল অন্ধকার ময়। প্রভু বললেন- লেট দেয়ার বি লাইট। সব কিছু আলোকিত হল। সে অলো শাশ্বত। সূর্যের অ
ালো,চাঁদের আলো। পুরাতন মানুষ আবিষ্কার করেছিলো আগুনের আলো। নতুনমানুষ তৈরি করলো বিজলি আলো।
মানুষকে স্বপ্ন দেখানো আলো। এইআছে এই নেই। আকাশ একটু বিদ্যুৎবন্ধ; তীব্র গরম, বিদ্যুৎ বন্ধ; তীব্র শীত, তখন
ও বন্ধ। তারপরেইলম্বা চওড়া ফিরিস্তি। ফেজ গেছে, ট্যান্সফরমার পুড়েছে, কয়লা নেই,নিম্নমানের কয়লা, ভোল্টেজ ফ্লু
াকচুয়েশন্, গ্রিড ফেইলিওর, - আরওকতো গালভরা নাম। মানুষ যেন সব বোঝে! মানুষ বোঝে একটা জিনিষ তার
াএক অপদার্থ সিস্টেমের শিকার। অবশ্য রাস্তায় বড়ো সড়ো বিজ্ঞাপনেরঅভাব নেই। বিদ্যুৎ চুরি, শাস্তি জেল। চুরিতো
বিদ্যুৎ দপ্তরই করছে।তারাই চোর। চার্জ, সারচার্জ,বর্ধিত মিটার ভাড়া, ফুয়েল সারচার্জইত্যাদি অবোধ্য উপায়ে টাকা
আদায়ের ফিকির। মফঃস্বল্ শহরে'কোটেশন' হেডিং দিয়ে সিকিওরিটি ডিপোজিট আদায় করা হচ্ছে পুরনোগ্রাহকদের
কাছে। কোন দায় নেই কেনএই টাকা নেওয়া হচ্ছে সেটা জানানোর। এবং দু' মাসের মধ্যে টাকা না দিলেকানেকশান
ছিন্ন করার হুমকি। অতএব এটা লিগালাইজড্ ছিনতাই, একসঙ্গেতিনমাসের বিল পাঠালে স্ল্যাব বাড়ে। নির্বিরোধ গ্র
াহকদের ঘাড় ভেঙে যতটাখাওয়া যায়। ইলেকট্রিক বিলে নেক্সট মিটার রিডিং ডেট বলে একটা ঘরথাকে। সেটা ফাঁক
াই থাকে। অতএব মিটার রিডার তাঁর সুবিধা মত এমনএকদিন এলেন যে সময়টা হয়তো বাড়িতে কেউ নেই। পরের
বিলে আসবে ডোরক্লোজড্ এবং মিনিমাম বিল। তারপর ছ'মাসের বিল তার বিরাট চেহারানিয়ে আপনাকে চমৎকৃত
করবে। তারপরেও আছে আউটস্ট্যান্ডিং বিল।হঠাৎ একদিন সাধারণ গ্রাহকের কাছে বিল চলে আসে তিনচার বছর অ
াগের অমুকঅমুক মাসের বিল দেওয়া হয় নি। সাতদিনের মধ্যে না মেটালে বিদ্যুৎ কেটে দেওয়াহবে। ক'জন মানুষ অ
ার তিনচার বছরের রসিদ রেখে দেন? অতএবদু'বার করে বিল দিতে হয় নেহাৎ অসহায় হয়ে। যাঁরা খুঁজে
পেতেরসিদটি জোগাড় করে দেখাতে পারেন, তাঁরা শুধু শুনে আসেন, ঠিক আছে। একনির্বিরোধ মানুষের এই মানসিক
ক্লেশ তৈরি করার জন্য কোন দুঃখপ্রকাশও নেই। টাকা রোজগারের এই জঘন্য উপায় যারা নেয় তারাচোর নয়? সাধ
ারণ মানুষের এই টেন্শান্, অর্থব্যয়, কর্মস্থানে ছুটিনেওয়া এই সবের জন্য যারা দায়ি, তারা চোর নয়? সাধারণ মানুষ
সব কিছুঅতো গুছিয়ে রাখেও না। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে যারা টাকারোজগারের ধান্দা করে, তারা স্রেফ ছিনত
াইবাজ। তাছাড়া ও আছে বিভিন্ন কলকারখানার সঙ্গে মাসকাবারিবন্দোবস্ত। ডায়মন্ডহারবারে বরফকল ত্রেতা এক
এন আর আই-এর ঘটনাটিখবরের কাগজে, আসার জন্য লোকজন জানতে পেরেছে। একই ঘটনা তো ঘটছেগোটা
পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে। বার্ণপুরে সিমেন্ট কারখানায় বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন।তারা নাকি বিদ্যুৎ চুরি করেছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে
পর্ষদের লোকনিজেরা কোন সাক্ষি ছাড়া মিটার ঘরে ঢুকে সিল ভেঙে দিয়েছে। তারপর থানায় এফ আই আর
করেছে। কারণপর্ষদের সঙ্গে কারখানা মালিকের লেনদেনের ব্যাপারে পটেনি। তুমি বাবু আজসাধু হলে আর আমি অ
াজ চোর বটে।মিটারে কম দেখিয়ে বিদ্যুৎ চুরির বঙ্গব্যাপী ব্যবস্থা। সৌজন্যে,প্রতিটি সাপ্লাই অফিস।

মাটি, তুমি কার? না, যার লাঠি তার। এককালেজমিদারদের লাঠি ছিলো, লেঠেল ছিলো। এখনকার জমিদারদের ও
লেঠেল আছে,পাইকবরকন্দাজ আছে। অতএব, জমি তার। সংবাদে এরকমই প্রকাশিত।সুতরাং জমি শুধু কিনলেই হে
াল না, তারও খাজনা দিতে হবে। আরে এ খনিটাতোখোঁড়াই হয় নি। অতএব চালাও পানসি। একলাফ কয়েকশো গুণ
বাড়াও জমিরখাজনা। কলকাতায়, মফঃস্বলে, গ্রামে। টাকা চাই, টাকা। বাণিজ্যিক হলেকলকাতায় এক একরে কুড়ি হ
াজার, অবাণিজ্যিকে সাড়ে সতের হাজার। কতসহজে মানুষের গলা কাটা যায়। জনকল্যাণমূলক সরকার! এ টুকু খ
াজনা না নিলেসম্মানই থাকে না! জনগণ তাঁদের সরকারকে এটুকু অর্থ দেবেই। এদিকে বাড়ির মালিক জানেনই নাকে
াথায় করটি দিতে হবে। এর উপরেও নতুন নতুন ক্ষেত্র খোঁজা হচ্ছে।পরিষেবা কর বা পরিষেবা করের উপরে সারচার্জ
বা আরও কোনভাবেমানুষকে খুবলে নেওয়া যায় কী না।তাদের বোঝার কোন দায়-ই নেই যে মানুষ দেবে কী ভাবে,
কোত্থেকে দেবে।চঙ্গি..... কর আবার উঁকি ঝুঁকি মারছে। কায়দাটা এই, যে জনগণের কাছথেকে নিচ্ছি না। ব্যবসাদ
ারদের কাছ থেকে নিচ্ছি। ভাবখানা এই ব্যবসাদাররাতাদের পকেট থেকে দেবে।

পৌর পিতামাতারা দেখলো লাভের গুড়পিঁপড়েয় খায়। আমরা পরিষেবা দিচ্ছি(?) আর নেপোয় মারে দই!কেন্দ্র অ

ার রাজ্যই তো শাঁসটুকু মেরে দিলো, আর আমাদের জন্য আমড়ারআঁটি? আমরাই বা কম কিসে? জনপ্রতিনিধি বলে কথা! আরে লিস্টকরে ফেলো। দেখ, কোন কোন ভাবে মানুষকে আরও নিংড়ানো যায়। কেউ বলে তীর্থকর, কেউ বলে জলকর, কেউ বলে বাণিজ্যিক এলাকায়প্রবেশ কর। প্ল্যানিং চার্জ বাড়াও, মিউটেশন বাড়াও। আরে বাড়িরট্যাক্স কতদিন একই রকম আছে। ওটাতো বাড়ানো,থুড়ি রিভাইজ্ করাদরকার। ট্রেড লাইসেন্স ফাঁকি দিয়ে লোকে ব্যবসা করে টাকা লুঠছে। পানবিড়ি ওয়ালা কত রোজগার করছে দেখছো। আমরা শুধু ঢ্যামনা হয়ে বসে আছি।বাড়াও বাড়াও। রেভেন্যু বাড়াতে হবে। মানুষকে পরিষবা দিতে হবে না ?পকেট ও ভরাতে হবে। বাজারগুলো ও তো কিছু উপুর হস্ত করেনা। সবাই পুরসভাকে ঠকাচ্ছে। বাজারগুলো থেকে তোলা, থুড়ি, রাজস্বআদায় করো। চারপাশে এতো বিজ্ঞাপন। কোম্পানিগুলো পয়সা কামাচ্ছে ওদেরকিছু খসাও। আমার এলাকায় নিওন লাইটের বিজ্ঞাপন দিচ্ছে, আর আমি কি পেটে গামছা বেঁধে থাকবো? সার্ভিস দিতেহবে তো। কেমন সার্ভিস রাস্তার আলো জ্বলে না। ছোট রাস্তাতৈরিই হয় নি। বড় রাস্তার মেরামত? অপ্রোয়জনীয় খরচ। কেউ দেখে ফেললে কুইক্ তাপ্পি। প্রতিটি টেন্ডারের ৩৭ থেকে ৪০পারসেন্ট পুজোতে লাগে। ৬০ পারসেন্টে কাজ ও লাভ রাখা। পুকুর বোজাচ্ছে?চোখ বন্ধ। খাস জমিতে ব্যবসা? তাই না কী? বুরা মৎ দেখো। অথবা রাজা কর্ণেনপশ্যতি! কিছু দাও, তুমিও থাকো, আমরাও থাকি।

পঞ্চায়েত বলে আমরা ও জনপ্রতিনিধি, সভাধিপতি ওমন্ত্রী। শুধু সরকারি টাকায় কী হবে। আমরা ও ট্যাক্স বসাবো। বাড়ির ট্যাক্স,ব্যবসার ট্যাক্স, আমোদপ্রমোদের ট্যাক্স ইত্যাদি কতো কী? পরিষেবা কীমাগ্না হয় বাপু? ঝুলি ঝাড়ো।
চারিদিকে চলছে লুঠের রাজত্ব। আইন সঙ্গত ছিনতাই।তাছাড়াও আছে চোখরাঙানি লুঠ। পুলিশের হপ্তা, মাসকাবারি, গভীর রাতেবিরিয়ানি খাওয়ার জন্য হাইওয়ে পেট্রল, কিডন্যাপিং, ---শত শত জুলুম নিয়েমানুষ সন্ত্রস্ত। কিছু বললেই হুংকার শোনা যাবে - সব ঝুট্ হ্যায়।জনপ্রতিনিধিদের হ্যাটা করার গভীর ষড়যন্ত্র। জনগণকে পরিষেবা দেওয়ারপরিপন্থী কনস্পিরেসি। এই শত লক্ষ পীড়নের ফলে মানুষ আজ আরবাঁচে না। অস্তিত্বটুকুই রক্ষা করে। উই ত্রোন্ট লিভ্, উইসিম্প্লি এক্জিস্ট্। প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে এইসিস্টেমটা কাদেরকে এভাবে শোষণ করছে? মানথ্লি ইনকাম্ পলিসিতেতেরো পারসেন্ট্ সুদ থেকে আট পার্সেন্টে দাঁড়িয়েছে। সুদ কমানোর প্রক্রিয়াটাশু হওয়ার সময় সদ্য প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে সাংবাদিকরা জিজ্ঞাসা করেনএইভাবে সুদ কমালে সিনিয়র সিটিজেনদের কী হবে। সহজ উত্তর এসেছিলো -সরকার অর্থকষ্টে থাকবে, আর জনগণকে আমরা সুদ দেবো, তা কি করেহয়? দুর্মুখ কেউ জিজ্ঞাসা করতেই পারে---কার সম্পত্তি তুই দিচ্ছিস বাপ?পিতৃসম্পদ? এবং একথাটাও এখন সারফেসে আসতে বাধ্য যে এই এতোগুলোগোষ্ঠি যে জনগণের অর্থে আখের গুছোচ্ছে তারা কী দেশের এই দুর্দশারজন্য দায়ি নয়? বিবিধ উপায়ে এভাবে টাকা নিয়ে মানুষের কোন উপকারহচ্ছে কী? তাহলে এই প্রতিনিধিত্ব করার দরকার কী? সরকারিপ্রতিটি বিভাগ (কেন্দ্র, রাজ্য, পুর, পঞ্চায়েত) সহস্র বাহুবিস্তার করে পরিষেবার নামে জনগণের দুর্দশাই বাড়াচ্ছে। তার কিছুবলা হলো, অনেক অ-বলা থাকলো। সাধারণ মানুষ গোষ্ঠিবদ্ধভাবে প্রতিবাদএখনো শেখেনি। তারা ক্ষয়ে ক্ষয়ে গিয়ে দেওয়ালে পিঠ ঠেকাঅবস্থায় ফুঁসছে।
ছোট বেলারকথা মনে পড়ে যায়। বোয়াল মাছগুলো ও ভেবেছিলো পুকুরটা তারাচিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পেয়ে গেছে। মনের আনন্দে ঝাঁপান গাইছিলো।কিন্তু তা তো হয়নি। তারা সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করেছিলো। ধৈর্যহারা মানুষ একদিন একত্র হয়ে তাদেরকেবাঁচতেই দিলো না। চরম ঘৃণায় খুঁচিয়ে মেরে ফেললো।